বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ)

অর্জনসমূহ

২৭ আগস্ট ২০২৪ - ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সূচীপত্র (Table of Contents)

১. ভূমিকা ৪

২. এক নজরে ২০২৫ সালের বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জনসমূহ ৫

৩. গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ ৬

৪. এক নজরে বিশ্ববিদ্যালয় ৭

৫. শিক্ষা ও একাডেমিক উন্নয়ন ৮

৫.১ ডিজিটাল একাডেমিক সিস্টেম ৮

৫.১.১ ই লগবুক (Electronic Logbook) চালু ৮

৫.১.২ Electronic Institutional Review Board (e IRB) চালু ৮

৫.১.৩ গবেষণায় চৌর্যবৃত্তি রোধে Turnitin সফটওয়্যারের ব্যবহার ৮

৫.১.৪ সেন্ট্রাল লাইব্রেরির ডিজিটালাইজেশন ৯

৫.১.৫ UpToDate রির্সোস সাবস্ক্রিপশন চালু ৯

৫.১.৬ স্মার্ট ক্লাসরুম চালুকরণ ৯

৫.২ পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ১০

৫.২.১ Geriatric Medicine ও Emergency Medicine বিষয়ে এমডি কোর্স চালু ১০

৫.২.২ বিএমইউতে প্রথমবারের মতো Clinical Audit ও Medical Audit চালু ১০

৫.২.৩ বিদেশি পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা মূল্যায়ন ১০

৫.২.৪ Structural Clinical Assessment Bank গঠন ১০

৫.৩ টিচিং লার্নিং ডেভেলপমেন্ট ১১

৫.৩.১ Evidence Ambassador হিসেবে বিএমইউর স্বীকৃতি অর্জন ১১

৫.৩.২ Journal Club এর Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়ন ও প্রকাশ ১২

৫.৩.৩ জাতীয় পর্যায়ে গুণী শিক্ষক সম্মাননা অর্জন ১২

৫.৩.৪ The Royal College of Pathologists (UK) এর সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক প্যাথলজি সম্মেলন আয়োজন ১২

৫.৩.৫ PhD Ordinance এর হালনাগাদ সংস্করণ প্রকাশ ১৩

৫.৩.৬ BMU Ranking কার্যক্রম চালু ১৩

৬. চিকিৎসা সেবা কার্যক্রমসমূহ (Medical Service Activities) ১৪

৬.১ আধুনিক চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণ ১৪

৬.১.১ দেশের প্রথম সর্বাধুনিক রোবোটিক রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার চালু ১৪

৬.১.২ ক্যান্সার রোগীদের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিতে রেডিওথেরাপির দ্বিতীয় শিফট চালু ১৫

৬.১.৩ রেডিওথেরাপির মাধ্যমে ক্যান্সার চিকিৎসা কার্যক্রম পুনরায় চালু ১৫

৬.১.৪ ক্লিনিক্যাল অনকোলজিতে রেডিওথেরাপি Chart Round চালু (বাংলাদেশে প্রথম) ১৬

৬.১.৫ কার্ডিওলজি বিভাগে সম্প্রসারিত কার্ডিয়াক ইমার্জেন্সি ইউনিট ১৬

৬.১.৬ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে ICU ইউনিট চালু ১৬

৬.১.৭ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে পুনরায় শুরু বহুল প্রতীক্ষিত কিডনি প্রতিস্থাপন ১৬

৬.১.৮ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে অর্থোপেডিক্স বিভাগের কার্যক্রম শুরু ১৭

৬.১.৯ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে লিভার রোগীদের আউটডোর ও ইনডোর চিকিৎসা সেবা চালু ১৭

৬.১.১০ অপরিণত নবজাতকের চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য ১৭

৬.১.১১ বাংলাদেশ মেডিক্যালয়ের বর্হিবিভাগের রোগীদের সন্তুষ্টি ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক জরিপ ১৮

৬.২ ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা, মাননিয়ন্ত্রণ ও রোগী নিরাপত্তা (Digital Healthcare, Quality Assurance, and Patient Safety) ১৯

৬.২.১ Infection Prevention and Control (IPC) কার্যক্রম ও ICC গঠন ১৯

৬.২.২ Electronic Medical Record (EMR) সিস্টেম চালু ১৯

৬.২.৩ Digital Nothi (ডি নথি) কার্যক্রম বাস্তবায়ন ১৯

৬.২.৪ Medicine বিভাগে Point of Care Ultrasound সেবা চালু ১৯

৬.২.৫ ল্যাবরেটরি Quality Assurance ও Accreditation কার্যক্রম ২০

৬.২.৬ OPD ও Radiology and Imaging এ শতভাগ ডিজিটাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট ব্যবস্থা ২০

৬.২.৭ ফেস রিকগনিশনভিত্তিক হাজিরা ব্যবস্থা চালু ২০

৬.২.৮ প্রেসক্রিপশনে অনিবন্ধিত ওষুধ ব্যবহারে শাস্তিমূলক নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ ২০

৬.৩ সামাজিক দায়বদ্ধতা, নৈতিকতা ও জনকল্যাণমূলক চিকিৎসা সেবা ২১

৬.৩.১ রোগীদের জন্য ১২ কোটি টাকার বিনামূল্যের ওষুধ প্রদান ২১

৬.৩.২ জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস ২০২৫ উপলক্ষে বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা ও ফ্রি ইনভেস্টিগেশন ২১

৬.৩.৩ ৫০০ দরিদ্র রোগীকে আর্থিক সহায়তা ২১

৬.৩.৪ বিএমইউ পূর্ব ক্যাম্পাসে (সাবেক বেতার ভবন) স্পেশালাইজড ক্লিনিক উদ্বোধন ২১

৬.৩.৫ মহান বিজয় দিবস বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা কর্মসূচি ২২

৬.৩.৬ বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা, মাস্টার্স পর্যায়ের কোর্স ২২

৬.৪ হাসপাতালে চিকিসৎসা সেবার মানোন্নয়নের জন্য দক্ষ নার্স নিয়োগ ২২

৭. গবেষণা ও উদ্ভাবন (Research and Innovation) ২৩

৭.১ গবেষণা মঞ্জুরি, থিসিস সহায়তা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি ২৩

৭.১.১ গবেষণা ও থিসিস গ্রান্ট প্রদান ২৩

৭.১.২ শিক্ষক ও চিকিৎসককে গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান ২৩

৭.২ জনস্বাস্থ্য, রোগতত্ত্ব ও মানসিক স্বাস্থ্য গবেষণা উদ্যোগ (Public Health, Epidemiology and Mental Health Research Initiatives) ২৩

৭.২.১ বাংলাদেশে জনসংখ্যাভিত্তিক ক্যান্সার পরিস্থিতি: ঐতিহাসিক গবেষণা ২৩

৭.২.২ জুলাই ২০২৪ আন্দোলন ও ট্রাজেডি পরবর্তী মানসিক স্বাস্থ্যগত প্রভাব ২৪

৭.২.৩ Antimicrobial Resistance (AMR): ক্রমবর্ধমান জনস্বাস্থ্য হুমকি ২৪

৭.২.৪ জরায়ুমুখ ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রিনিং: কাভারেজ ও চ্যালেঞ্জ ২৪

৭.২.৫ বাংলাদেশে মাদক অপব্যবহার: জাতীয় পর্যায়ের প্রমাণভিত্তিক চিত্র ২৪

৭.২.৬ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ২৫

৭.৩ সামাজিক নির্ধারক, স্বাস্থ্যসমতা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থাপনা গবেষণা (Social Determinants, Health Equity and Health Systems Research) ২৫

৭.৩.১ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত বৈষম্য ২৫

৭.৩.২ শৈশবকালীন প্রতিকূলতা ও পরবর্তী জীবনের স্বাস্থ্যঝুঁকি ২৫

৭.৩.৩ উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব উন্নয়ন ২৫

৮. প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার কার্যক্রম ২৬-৩৫

৯. শিক্ষা, চিকিৎসা ও গবেষণায় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ৩৬-৩৯

১. ভূমিকা

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) দেশের চিকিৎসা, শিক্ষা, গবেষণা ও স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৬৫ সালে ইনস্টিটিউট অব পোস্ট-গ্রাজুয়েট মেডিসিন অ্যান্ড রিসার্চ (IPGMR) হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর ৩০ এপ্রিল ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠানটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীতে ১৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে জারিকৃত অধ্যাদেশের মাধ্যমে "বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ)" নামে নবপরিচয়ে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই বিবর্তনের মাধ্যমে বিএমইউ শিক্ষা, গবেষণা ও রোগীকেন্দ্রিক বিশেষায়িত সেবায় জাতীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮টি অনুষদের অধীনে ৫৮টি বিভাগ এবং ৫৫টি অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানে পোস্ট-গ্রাজুয়েট ও বিশেষায়িত কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। চিকিৎসা ও শিক্ষাকে সময়োপযোগী ও মানসম্মত করতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থার মানোন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বপ্রদান করা হয়েছে। শিক্ষা কার্যক্রম নিশ্চিত করতে Outcome Based Curriculum, Electronic Institutional Review Board (e-IRB), e-Logbook, Smart Classroom, Medical Audit, Structural Clinical Assessment (SCA) Bank, Faculty Development Programme এবং Quality Assurance (QA) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিদিন গড়ে ১০,০০০-এর অধিক রোগী বহিঃবিভাগ ও অন্তঃবিভাগে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করছেন। একই সঙ্গে গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণ, গবেষণা অনুদান ও থিসিস সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং Evidence-based Medicine ও Clinical Audit-ভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে চিকিৎসাসেবার গুণগত মান জোরদার করা হয়েছে Evidence-based Healthcare-এ বিএমইউর "Evidence Ambassador" হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও চিকিৎসা দর্শনের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতার প্রতিফলন।

উচ্চতর চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণাকে আরও এগিয়ে নিতে দেশি ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা ও গবেষণা নিশ্চিত করতে Journal Club-এর আধুনিক Standard Operating Procedure (SOP) চালু করা হয়েছে এবং Geriatric Medicine ও Emergency Medicine-এ নতুন এমডি কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রথমবারের মতো SCA Bank প্রস্তুত এবং ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন একাডেমিক মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

চিকিৎসা সেবার আধুনিকায়নে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-ভিত্তিক প্রযুক্তি, আধুনিক ICU ইউনিট, দেশের প্রথম রোবোটিক রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার, অনকোলজি সেবায় রেডিওথেরাপির বৈকালীন শিফ এবং সুপার-স্পেশালাইজড হাসপাতাল এ চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। একই সঙ্গে Smart Hospital ধারণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনলাইন সেবা সম্প্রসারণ, ডিজিটাল টিকিটিং, ফেইস-রিকগনিশনভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং e-GP-পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নকে টেকসই করতে আধুনিক লাইব্রেরি, ডি-নথি, সেন্ট্রাল স্কিল ল্যাব, অ্যানিমাল ল্যাব, বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট ও স্টেম সেল থেরাপি ইউনিটসহ একাধিক অবকাঠামোগত উদ্যোগ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন ও রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহের লক্ষ্যে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

গবেষণায় স্বচ্ছতা ও আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করতে Institutional Review Board (IRB)-এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন, গবেষণা ও থিসিস গ্রান্ট প্রদান এবং Contract Research Organization (CRO) কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কার্যক্রম, সাফল্য, উদ্ভাবন, সেবা সম্প্রসারণ এবং ভবিষ্যৎ অগ্রাধিকারসমূহ সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, চিকিৎসক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অংশীজনদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিএমইউ জাতীয় স্বাস্থ্যখাত উন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এই প্রত্যাশাই ব্যক্ত করা হলো।

২. এ সময়ে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জনসমূ

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি (BMU) প্রমাণভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। নিচে প্রধান কার্যক্রম ও অর্জন তুলে ধরা হলো:

⇒ BMU এভিডেন্স-বেইজড হেলথকেয়ার মেডিসিনে অ্যাম্বাসেডর হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে।

⇒ জেরিয়াট্রিক মেডিসিন ও ইমার্জেন্সি মেডিসিন বিষয়ে এমডি কোর্স চালু করা হয়েছে।

⇒ ই-লগ বুক, ফেইস রিকগনিশন, ইউনিভার্সিটি ড্যাশবোর্ড এবং আপটুডেট সাবস্ক্রিপশন।

⇒ অনলাইন টিকেটিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে বহি: বিভাগে আগত রোগীদের সেবা দেওয়া হচ্ছে।

⇒ বিনামূল্যে ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ঔষধ সরবরাহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

⇒ ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে বিনামূলে ঔষধ সরবরাহের বাজেট ৩ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

⇒ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে দেশের প্রথম আধুনিক রোবটিক রিহ্যাবিলিটেশন সেবা চালু করা হয়েছে।

⇒ প্রায় ৫১৫০টি প্রশ্নের সমন্বয়ে Structured Clinical Assessment ব্যাংক তৈরি এবং ৩০টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

⇒ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ৩০৭ জন গবেষকের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

⇒ CRO প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে GCP ট্রেনিং ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।

⇒ BMU Institutional Review Board (IRB) যুক্তরাষ্ট্রের OHRP থেকে নিবন্ধন ও FWA Accreditation অর্জন করেছে।

⇒ ৪৬৭ জন শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স ও কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

⇒ ৮১ জন শিক্ষক-চিকিৎসককে গবেষণা ভাতা বাবদ ২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

⇒ ৫৪৯ জন রেসিডেন্টকে থিসিস ভাতা বাবদ ৬ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

⇒ Oncology বিভাগে দীর্ঘদিনের বিকল থাকা Linear Accelerator মেশিন চালু করা হয়েছে।

⇒ ক্যান্সার রোগীদের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর রেডিওথেরাপি সেবার দ্বিতীয় শিফ চালু করা হয়েছে।

⇒ দেশের প্রথমবারের মতো ক্লিনিক্যাল অনকোলজি বিভাগে রেডিওথেরাপি চার্ট রাউন্ড চালু করা হয়েছে।

⇒ AI ভিত্তিক অত্যাধুনিক রেডিওথেরাপি মেশিন কেনার জন্য ৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

⇒ Clinical Audit এবং Medical Audit কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

⇒ অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহত দুই শতাধিক রোগীকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

⇒ ৩৬শে জুলাই ২০২৪ এর ঘটনায় আহত ২৪৭ জন ছাত্র-জনতাকে অন্ত: বিভাগে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে।

⇒ ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে যন্ত্রপাতি খাতে ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং BMU প্রশাসনের নিজস্ব উদ্যোগে ২০০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

⇒ আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় BMU এর সাথে IIIT, Harvard Medical School, Kunming Medical University (China), ICESCO, COMSATS University (Islamabad), Ekpay, A2I, WHO ও UNICEF এর সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

⇒ ICESCO'র সাথে একাডেমিক ও টেকনিক্যাল সহযোগিতা কার্যক্রম চালু রয়েছে।

⇒ শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত সেমিনার আয়োজন করা হচ্ছে।

⇒ Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) এর মাধ্যমে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৩৯টি বিভাগের ১৮৮ জন শিক্ষককে Evidence Based Medicine, Teaching Methodology ও Assessment বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

⇒ Outcome Based Curriculum, e-GP, PPR সহ বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৭৩২ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

⇒ Ethical Research ও Implementation, Orientation on Manuscript Review of BMU Journal বিষয়ে ৬১০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

⇒ সেবার মানোন্নয়ন, রোগীর যত্ন, হাসপাতাল শিষ্টাচার, রোবটিক রিহ্যাবিলিটেশন ও ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিষয়ে ২৭৩ জনকে শিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

⇒ সরকারী ক্রয়নীতির আলোকে ২০২৫ সালে BMU-এর সকল প্রোকিউরমেন্ট e-GP এর আওতায় আনা হয়েছে।

⇒ Geriatric Medicine ও Emergency Medicine ইউনিট চালু করা হয়েছে।

৩. গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, গবেষণা ও আধুনিক চিকিৎসা সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

⇒ সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর দক্ষতা ও গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সেন্ট্রাল স্কিল ল্যাব গঠনের কাজ প্রক্রিয়াধীন।

⇒ সর্বাধুনিক Animal Lab প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলছে।

⇒ প্যাথলজি বিভাগের জন্য একটি Motorized Upright Fluorescence Microscope with Karyotyping and FISH software (AI Based) স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন।

⇒ Bone Marrow Transplant ইউনিট এবং Stem Cell Therapy ইউনিট চালুকরণের কার্যক্রম চলমান।

⇒ মাইক্রোবায়োলজি ও ইমিউনোলজি বিভাগের ল্যাবরেটরির মান উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে ISO 15189 Medical Laboratory Accreditation কার্যক্রম চলছে।

⇒ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রেস স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন।

⇒ Institutional Practices (IP) প্রোগ্রাম চালুকরণের কাজ চলছে।

⇒ অফিসিয়াল কাজের গতি বৃদ্ধি ও ডিজিটালাইজেশনের লক্ষ্যে ডি-নথি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

⇒ শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স ও কর্মচারীদের জন্য আবাসিক সুবিধার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

⇒ শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের জন্য Dry Lab এ পর্যাপ্ত ম্যানিকিন ও সিমুলেটর স্থাপনের কাজ চলছে।

⇒ বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সকল বিভাগকে অটোমেশনের আওতায় আনার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

⇒ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করতে মাল্টি-পারপাস হল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

⇒ Artificial Intelligence (AI) এর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদানের বিষয়টি রূপকল্প হিসেবে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

⇒ বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় ক্যাম্পাস নির্মানের জন্য পূর্বাচলে ৬৬ একর জায়গায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় যৌথ উদ্যোগে প্রক্রিয়া চলমান।

৪. এক নজরে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

Source: https://bmu.ac.bd/

৫. শিক্ষা ও একাডেমিক উন্নয়ন

বাংলাশে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ভিশন ও মিশনকে সামনে রেখে শিক্ষা ও একাডেমিক উন্নয়নে এ সময়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। এই কার্যক্রমসমূহ শিক্ষার্থীদের সক্ষম, নৈতিক ও দায়িত্বশীল পেশাজীবী হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৫.১ ডিজিটাল একাডেমিক সিস্টেম

৫.১.১ e-Logbook চালু, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ট্র্যাকিং ব্যবস্থার আধুনিকায়ন

শিক্ষার্থীদের ক্লিনিক্যাল প্রশিক্ষণ, একাডেমিক অগ্রগতি এবং গবেষণা মান-নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রচলিত কাগজভিত্তিক লগবুক ব্যবস্থায় হারিয়ে যাওয়া, অস্বচ্ছতা এবং মনিটরিং সীমাবদ্ধতা দেখা যায়। এই প্রেক্ষাপটে ই-লগবুক চালু হওয়ায় প্রতিষ্ঠানিক মনিটরিং ও ডাটা ইন্টিগ্রিটি নিশ্চিতকরণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে ৮টি বিভাগে ই-লগবুকের পাইলট কর্মসূচি সকল বিভাগের বাস্তবায়ন চলমান আছে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও স্বচ্ছ, নির্ভরযোগ্য এবং প্রযুক্তিনির্ভর হয়েছে। ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় এ কার্যক্রম জোরদার করার তাগিদ দেয়া হয়।

৫.১.২ Electronic Institutional Review Board (e-IRB) চালু

⇒ আইসিটি সেল ও IRB-এর যৌথ উদ্যোগে ই-আইআরবি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু হয়েছে

⇒ কাগজভিত্তিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তে ২৪/৭ অনলাইন সাবমিশন, রিয়েল-টাইম স্ট্যাটাস ট্র্যাকিং ও নোটিফিকেশনভিত্তিক Workflow বিতরণ, প্রাথমিক কমপ্লায়েন্স চেক, সংশোধন (revision) ব্যবস্থাপনা ও গাইডেড সাবমিশন সুবিধা হয়েছে

⇒ Reviewer Assignment and Review Workflow Management মাধ্যমে জমা, সেক্রেটারিয়াল স্ক্রিনিং, ডুয়াল পিয়ার রিভিউ, কনসেনসাস, ডিসিশন লজিক এবং ডিজিটাল সার্টিফিকেট ইস্যু সুবিধা QR Code যাচাইযোগ্য ডিজিটাল এথিক্স রিভিউ সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে

⇒ প্রশাসনিক টার্নঅ্যারাউন্ড টাইম ৬৫% কমানোর লক্ষ্য; ৪৫-৬০ দিন থেকে ১৪-২১ দিনে নামিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে

⇒ ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ইং তারিকে 'ই-আইআরবি ইন বিএমইউ ইনোভেটিং রিসার্চ ইথিকস' বিষয়ক এক প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়।

৫.১.৩ গবেষণায় **Plagiarism** প্রতিরোধে **Turnitin** সফটওয়্যারের ব্যবহার চালু

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে টার্নিটিন (Turnitin) সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের গবেষণা প্রবন্ধে সম্ভাব্য Plagiarism শনাক্ত এবং একাডেমিক সততা বাড়াতে সহায়তা করেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে বিএমইউ শিক্ষাগত উৎকর্ষতা ও নৈতিক মানদণ্ড বজায় রাখার ক্ষেত্রে একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে। Turnitin সফটওয়্যার শুধুমাত্র প্লেজারিজম প্রতিরোধে সহায়তা করে না, বরং

⇒ একাডেমিক সততা ও গবেষণার মৌলিকতা নিশ্চিতকরণ

⇒ নকল ও অননুমোদিত কন্টেন্ট ব্যবহারের ঝুঁকি হ্রাস

⇒ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য তাৎক্ষণিক ও গঠনমূলক ফিডব্যাক প্রদান

⇒ সমালোচনামূলক চিন্তাশীলতা ও সঠিক উদ্ধৃতি চর্চা উন্নয়ন

⇒ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় হওয়ায় সময় সাশ্রয় ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে১৩
আগস্ট ২০২৫ইং তরিখে টারনিটিন সফটওয়্যার ব্যবহারবিধি ও কার্যকারিতা বিষয়ে সম্মনিত ফ্যাকাল্টিগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

⇒

৫.১.৪ সেন্ট্রাল লাইব্রেরির ডিজিটালাইজেশন

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বিএমইউর Central Library করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও গবেষকরা যেকোনো সময় প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। এতে সময়ের সাশ্রয় হয়। যা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এবং গবেষণাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে অবদান রাখবে।

⇒ অত্যাধুনিক ৫০টি নতুন কম্পিউটার স্থায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

⇒ অনলাইন বুক ও জার্নাল ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

⇒ Effective Scholarly Communication: Managing and Using Research Life and Core Databases বিষয়ে ১০০ জন সম্মানিত চিকিৎসককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫.১.৫ **UpToDate** রিসোর্স সাবস্ক্রিপশন করা হয়েছে

বিএমইউর শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার, সুযোগ-সুবিধা শিক্ষার্থীদের জন্য আপ টু ডেট রিসোর্স সাবস্ক্রিপশন করা হয়েছে।

৫.১.৬ **Smart Class Room** চালুকরণ

Smart Class Room এ আধুনিক ইকুইপমেন্ট সংযোজনের মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক পাঠদান কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের ও বিদেশের শিক্ষক ও গবেষকদের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত সহজ করা হয়েছে। ইংল্যান্ডের রয়েল কলেজের শিক্ষকগণ চিকিৎসা, শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন।

৫.২ পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন

৫.২.১ Geriatric Medicine and Emergency Medicine বিষয়ে এমডি কোর্স চালু

২০২৫ ও ২০২৬ সালে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে Geriatric Medicine and Emergency Medicine বিষয়ে এমডি কোর্স চালু হয়েছে। বিএমইউর ২০২৬ সালের মার্চ সেশনে ইমার্জেন্সি মেডিসিন এবং জেরিয়াট্রিক মেডিসিন কোর্সে ১০টি (৫+৫) আসনে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে।

৫.২.২ প্রথমবারের মতো ক্লিনিক্যাল ও মেডিক্যাল অডিট (Clinical and Medical Audit) চালু

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো ক্লিনিক্যাল অডিট ও মেডিক্যাল অডিট চালু করা হয়েছে। ২ জুন ২০২৫ তারিখে বিএমইউর এ-ধরনের অডিটের মাধ্যমে চিকিৎসা শিক্ষা, গবেষণা ও ক্লিনিক্যাল উৎকর্ষতার এক নুতন দৃশ্যপট স্থাপনের প্রতিজ্ঞা পূরণে "Audit for Advancement: চিকিৎসা মান, শিক্ষা ও সেবার উন্নয়ন" শীর্ষক এই নতুন কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

লক্ষ্যসমূহ

সেবার গুণগতমান বৃদ্ধি সহ স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে মেডিক্যাল অডিটর অবদান আনয়ন

⇒ এই গুরুত্ব অনুধাবন করে এ বিষয়ে একাধিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

⇒ কার্ডিওলজি বিভাগ, ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগ এবং অবসেট্রিকস ও গাইনীকোলজি বিভাগ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বিষয়ে মেডিক্যাল অডিট সম্পন্ন করেছে।

৫.২.৩ বিদেশী পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষাসমূহ মূল্যায়ন

বিদেশী পরীক্ষক হিসেবে যুক্তরাজ্যের রয়েল কলেজ, পাকিস্তানের আগাখাঁন বিশ্ববিদ্যালয়, NUH, সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালসহ আরও অনেক প্রতিষ্ঠান হতে অভিজ্ঞ পরীক্ষকগণ বিএমইউর পরীক্ষাসমূহ মূল্যায়নে অংশ নেন।

৫.২.৪ Structural Clinical Assessment Bank গঠন

প্রথমবারের মতো এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় পাঁচ হাজার প্রশ্ন নিয়ে একটি Structural Clinical Assessment (SCA) Bank গঠন করা হয়েছে। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান মূল্যায়ন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। একক পরীক্ষাভিত্তিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণকে ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়নের জন্য (SCA) পদ্ধতি উন্নয়ন করা হয়েছে।

Name of Faculty	Number of Questions
Faculty of Medicine	161
Faculty of Surgery	233
Faculty of Paediatrics	70
Faculty of Dentistry	35
Faculty of Basic Science & Para Clinical Science	16

Table: Number of Faculty submitted SCA

৫.৩ টিচিং লার্নিং ডেভেলাপমেন্ট

৫.৩.১ বাংলাশে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Evidence Ambassador' স্বীকৃতি অর্জন (২০ অক্টোবর, ২০২৫)

২০২৫ সালের জন্য 'বাংলাশে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়' Evidence-Based Healthcare-এর জন্য গৌরবময় বৈশ্বিক "Evidence Ambassador" স্বীকৃতি অর্জন করেছে। দিবসটি উপলক্ষে ২০ অক্টোবর উদ্বোধনী ও ইনাগুরাল সেশন, সেমিনার, কী-নোট লেকচার, ই-পোস্টার প্রদর্শনী, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতাসহ বহুমাত্রিক একাডেমিক ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল রোগীকেন্দ্রিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, নৈতিক ও প্রমাণনির্ভর ক্লিনিক্যাল সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস এবং চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণায় ধারাবাহিক গুণগত উন্নয়নে Evidence-Based Medicine (EBM) চর্চা জোরদার করা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি মাননীয় প্রধান অতিথি অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার) উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলাম, মাননীয় উপাচার্য, BMU। কর্মসূচির দ্বিতীয় সেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডা. এস. এম. এ. ফায়েজ, মাননীয় চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC)। নানা আয়োজনের মধ্যে 'Evidence-Based Medicine and Clinical Audit' বিষয়ে কী-নোট প্রেজেন্টেশন করেন ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ড এর প্রফেসর অংগুস।

রোগী ও জনগণের স্বার্থে ও বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসার উৎকর্ষে ৩৯টি বিভাগে ২০৬ জন শিক্ষক, চিকিৎসককে Evidence-Based Medicine বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

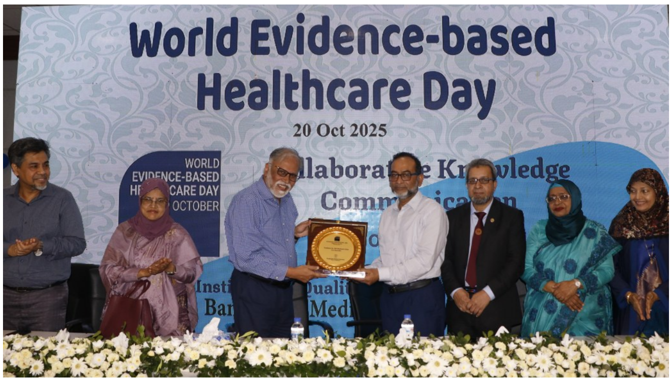

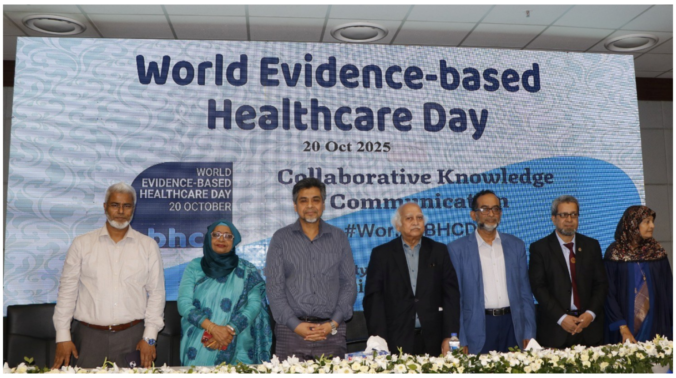

https://worldebhcday.org/evidence-ambassadors

৫.৩.২ জার্নাল ক্লাবের Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়ন ও প্রকাশ

জার্নাল ক্লাব গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক আলোচনাসহ জ্ঞান বিনিময়ের গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে স্বীকৃত। আন্তর্জাতিকমানের শিক্ষা ও গবেষণার জন্য অনিবার্য প্ল্যাটফর্ম 'জার্নাল ক্লাব', যা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন ও গবেষণার দক্ষতা বৃদ্ধি, গবেষণাপত্র আলোচনা, গবেষণার মান উন্নয়ন, নতুন গবেষণা পদ্ধতি, তথ্য ও ফলাফল সম্পর্কে জানা, বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার উন্নয়ন, গবেষণা উপস্থাপন, সমালোচনা ও পর্যালোচনা করার দক্ষতা বৃদ্ধি, নতুন নতুন গবেষণার সাথে পরিচিত হওয়া, বিভিন্ন ধরনের গবেষণার ক্ষেত্র সম্পর্কে জানা, গবেষণাপত্রের ত্রুটি ও শক্তিশালী দিকগুলো চিহ্নিত করতে অবদান রাখবে। জার্নাল ক্লাব সঠিকভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে একটি মানসম্মত এসওপি তৈরি করা হয়েছে। স্মার্ট ক্লাস রুমের মাধ্যমে জার্নাল ক্লাব পরিচালনা করায় বিদেশি গবেষকরাও ক্লাসে অংশগ্রহণ করছেন।

৫.৩.৩ জাতীয় পর্যায়ে গুণী শিক্ষক অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ

৫ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৫ এ জাতীয় পর্যায়ে গুণী শিক্ষকের সম্মাননা পেয়েছেন বিএমইউর প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ। চিকিৎসা শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে অসামান্য অবদান রাখায় তাঁকে এই সম্মাননার জন্য নির্বাচিত করা হয়। এ বছর দেশব্যাপী প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্বব্যািলয় পর্যায়ে ১২ জন গুণী শিক্ষককে সম্মাননা স্মারক দেওয়া হয়।

৫.৩.৪ The Royal College of Pathologists, যুক্তরাজ্যের সহযোগিতায় বিএমইউয়ে আন্তর্জাতিক প্যাথলজি সম্মেলন

The Royal College of Pathologists, যুক্তরাজ্যের সহযোগিতায় ও বাংলাদেশ একাডেমি অব প্যাথলজির পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বিএমইউয়ের প্যাথলজি বিভাগের আয়োজনে ৭-৯ নভেম্বর ২০২৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয় 'ক্যান্সারের বিরুদ্ধে একসাথে লড়াই: বাংলাদেশ' শীর্ষক আন্তর্জাতিক প্যাথলজি সম্মেলন। প্যাথলজি মাধ্যমে ক্যান্সারসহ জটিল রোগের কার্যকর চিকিৎসা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খ্যাতনামা প্যাথলজিস্ট ও চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'বাংলাশে ডায়াগনস্টিক ও থেরাপিউটিকসের সমন্বয় এবং সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ'। এটি ছিল বাংলাদেশে প্রথমবারের মত রয়্যাল কলেজ অ্যাক্রেডিটেড সম্মেলন।

৫.৩.৫ বাংলাশে মেডিক্যাল বিশ্বব্যিালয় পিএইচডি (PhD) অর্ডিন্যান্সের হালনাগাদ সংস্করণ প্রকাশ

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর মেডিক্যাল ডিগ্রি অর্জনের পিএইচডি কার্যক্রম জোরদার করেছে। বাংলাশে মেডিক্যাল বিশ্বব্যিালয়ের পিএইচডি ডিগ্রিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে একটি সভায় জানানো হয় বিশ্ববিদ্যালয় 'PhD Ordinance' চূড়ান্ত করেছে। বছরে ২ বার; জানুয়ারি ও জুলাই সেশনে পিএইচডি অর্জনে আগ্রহীদের ভর্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫.৩.৬ বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্বব্যিালয়ে (Ranking) কার্যক্রম চালু

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের Ranking জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় স্তরেই একটি প্রতিষ্ঠানের ধারণা এবং সুনামকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে। এই গুরুত্ব অনুধাবন করে ইউনিভার্সিটি Ranking কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির প্রথম সভা ২০২৫ সালের ১৬ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। Ranking একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-স্তরের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকমণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিশ্চিতকরণ এবং গবেষণার জন্য তহবিল সংগ্রহের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। Ranking প্রাতিষ্ঠানিক কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন এবং নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি মানদণ্ড হিসেবেও কাজ করে।

বিশ্বব্যাপী শিক্ষায় ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে, প্রতিযোগিতামূলক এবং প্রাসঙ্গিক থাকার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়কে Ranking মানদণ্ডের সাথে অগ্রসর হওয়া উচিত। সভায় Ranking এর জন্য রিসার্চ সাইটেশন ও ডকুমেন্টেশনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৬. চিকিৎসা - সেবা কার্যক্রমসমূহ

৬.১ চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণ

৬.১.১ দেশের প্রথম সর্বাধুনিক রোবটিক রিহ্যাবিলিটেশন (Robotic Rehabilitation) সেন্টার চালু

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএমইউ) সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে দেশের প্রথম অত্যাধুনিক রোবটিক রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার উদ্বোধন করা হয়েছে। মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. শাহীনুল আলমের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম, বিশেষ অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার) অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান এবং বাংলাশে নিযুক্ত গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারের সম্মানিত রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন উপস্থিত ছিলেন।

এটি চীন সরকারের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় তৈরি, যা বাংলাশেসহ দক্ষিণ এশিয়ায় দীর্ঘমেয়াদি স্নায়ুজনিত ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীদের চিকিৎসায় নতুন যুগের সূচনা করেছে।

⇒ মোট ৫৭টি আধুনিক রোবটিক ডিভাইস (এর মধ্যে ২২টি এআই-ভিত্তিক) ব্যবহার করে স্ট্রোক, পক্ষাঘাত, নার্ভ ইনজুরি স্নায়ুরোগীদের উন্নত পুনর্বাসন সেবা প্রদান।

⇒ প্রায় ২০ কোটি টাকার চীনা রোবটিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম আধুনিক রিহ্যাবিলিটেশন সেবা নিশ্চিত করা হবে।

⇒ চীনা বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে ২৯ জন চিকিৎসক ও ফিজিওথেরাপিস্ট এবং ৫ দিনব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ২১-২৭ জন দেশীয় জনবলকে দক্ষ করে গড়ে তোলা। প্রতিদিন গড়ে ৩০-৩৫ জন রোগী সেবা গ্রহণ; জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহতদের জন্য বিনামূল্যে এবং অন্যান্য রোগীদের জন্য নামমাত্র খরচে চিকিৎসা প্রদান।

⇒ চীনের বায়োমেডিক্যাল বিশেষজ্ঞ টিম ২৯ জন দেশীয় চিকিৎসক ও ফিজিওথেরাপিস্টকে প্রশিক্ষন দিয়েছে।

⇒ এখানে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহতের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসাসেবা দেয়া হচ্ছে।

৬.১.২ ক্যান্সার রোগীদের জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে রেডিওথেরাপি সেবার ২য় শিফট চালু

২০ জুলাই, ২০২৫ তারিখে বাংলাশে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) ক্লিনিক্যাল অনকোলজি বিভাগ অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে ক্যান্সার রোগীদের রেডিওথেরাপি সেবার ২য় শিফট (দুপুর ২:৩০ - সন্ধ্যা ৬:০০) চালু করেছে। ফলে প্রতিদিন অতিরিক্ত ২৫ জন এবং মাসে ৬০০-৭০০ জন নতুন রোগী চিকিৎসা পাচ্ছেন, যা সামগ্রিকভাবে মাসিক ১,৭০০-১,৮০০ রোগীকে সেবা দেওয়ার সক্ষমতা তৈরি করেছে।

মূল দিকসমূহ:

⇒ উন্নত প্রযুক্তি: নতুন এই সেবায় আধুনিক লিনিয়ার এক্সিলারেটর, কেমোথেরাপি, এবং ফোর ডাইমেনশনাল (4D) সিটি স্ক্যানার ব্যবহার করা হয়েছে, যা সুচিন্তিত রেডিশন নিশ্চিত করে।

⇒ সুবিধা: আগে যেখানে চিকিৎসার জন্য দীর্ঘ সময় লাগত, এখন আধুনিক প্রযুক্তিতে কম সময় (যেমন ৩০ দিনের পরিবর্তে ৫ দিন) এবং কম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় উন্নত চিকিৎসা সম্ভব।

⇒ কার্যক্রম: প্রথম শিফট (সকাল ৮টা - ২:৩০ মিনিট) এবং ২য় শিফট মিলিয়ে এখন আরও বৃহৎ সংখ্যক রোগী নিরবিচ্ছিন্ন চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন।

৬.১.৩ লিনাক রেডিওথেরাপির মাধ্যমে ক্যান্সার চিকিৎসা কার্যক্রম পুনরায় চালু

বাংলাশে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ)-এ অত্যাধুনিক লিনিয়ার এক্সিলারেটর (LINAC) মেশিনের মাধ্যমে পুনরায় রেডিওথেরাপি সেবা চালু করা হয়েছে। ১৮ মে, ২০২৫ তারিখে শুরু হওয়া এই উন্নত প্রযুক্তিভিত্তিক সেবার মাধ্যমে উন্নতমানের বাহ্যিক রেডিওথেরাপি প্রদান সম্ভব হয়েছে, যা ক্যান্সার কোষের DNA ক্ষতি করে টিউমারের আকার সংকুচিত করা, রোগ নিয়ন্ত্রণ বা উপসর্গ উপশমের কার্যকর ভূমিকা রাখে। কেমোথেরাপি ও শারীরিক চিকিৎসার পাশাপাশি ক্যান্সার চিকিৎসার অংশ হিসেবে এই LINAC-ভিত্তিক রেডিওথেরাপি চালু হওয়ায় বিএমইউতে ক্যান্সার চিকিৎসা সেবার সক্ষমতা ও গুণগত মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬.১.৪ ক্লিনিক্যাল অনকোলজি বিভাগের রেডিওথেরাপি চার্ট রাউন্ড চালু

বাংলাশে চিকিৎসা সেবার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ)-এর ক্লিনিক্যাল অনকোলজি বিভাগ সোমবার থেকে রেডিওথেরাপির 'চার্ট রাউন্ড' চালু করেছে। ১৪ আগস্ট, ২০২৫ থেকে নিয়মিতভাবে পরিচালিত এই চার্ট রাউন্ড এর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞরা সমন্বিতভাবে ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসা পরিকল্পনা পরিচালনা করেন। এর মাধ্যমে সবব্যক্তির টার্গেট প্রিসিশন নিশ্চিত হয় এবং প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এই উদ্যোগের ফলে রেডিওথেরাপি সেবার মানোন্নয়ন, চিকিৎসা পরিকল্পনার নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং ক্যান্সার রোগীর নিরাপদ ও কার্যকর চিকিৎসা নিশ্চিত করার একটি শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক কাঠামো গড়ে উঠেছে।

৬.১.৫ কার্ডিওলজি বিভাগের ৫টি নতুন শয্যাসহ সেন্ট্রাল কার্ডিয়াক ইর্মাজেন্সি চালু

২০২৫ সালের ২৭ জানুয়ারি বিএমইউর ডি-ব্লকে সম্প্রসারিত কার্ডিয়াক ইর্মাজেন্সি উদ্বোধন করা হয়। নতুন ৫টি শয্যা সংযোজনের ফলে মোট শয্যা সংখ্যা দাড়িয়েছে ১৩টিতে।

৬.১.৬ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল আইসিইউ ইউনিট চালু

২২ এপ্রিল, ২০২৫ থেকে বিএমইউর সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ) চালু হয়েছে। বর্তমানে প্রশাসনের উদ্যোগে সব বাধা দূর করে পর্যাপ্ত জনবল নিয়ে এই হাসপাতাল পূণরায় চালুর কাজ চলমান।

৬.১.৭ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে পুনরায় শুরু বহুল প্রতীক্ষিত কিডনি প্রতিস্থাপন

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ)-এর সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে কিডনি প্রতিস্থাপন কার্যক্রম পুনরায় চালু হয়েছে। ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে ৩২তম কিডনি প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এই বহুল প্রতীক্ষিত সেবা পুনরায় শুরু হয়, যা দেশের মধ্যে স্বল্প ব্যয়ে উন্নত অঙ্গ প্রতিস্থাপন সেবা প্রদানের সক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে বিএমইউতে কিডনি রোগীদের জন্য সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও মানসম্পন্ন চিকিৎসা সেবার ধারাবাহিকতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই হাসপাতালে কিডনী প্রতিস্থাপনের ব্যয় ৩ লক্ষ টাকা বিদেশে এই ব্যয় ২৫ লক্ষ টাকা।

৬.১.৮ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে অর্থপেডিক্স বিভাগের কার্যক্রম শুরু

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ)-এর সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগে আনুষ্ঠানিকভাবে রোগী ভর্তি (ইনডোর) ও সার্জারি সেবা চালু হয়েছে, যা উচ্চমানের অর্থোপেডিক চিকিৎসা সম্প্রসারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক অর্জন। ২৬ মে ২০২৫ তারিখে জাতীয় নারী ফুটবল দলের দুই খেলোয়াড়ের হাঁটুতে সফলভাবে এসিএল রিকনস্ট্রাকশন সার্জারি সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে এই কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয়। অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে হাড়, জোড়া ও স্পোর্টস ইনজুরি সংশ্লিষ্ট জটিল রোগের সমন্বিত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

৬.১.৯ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে লিভার রোগীদের আউটডোর ও ইনডোর চিকিৎসা সেবা চালু

বিএমইউ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে লিভার (হেপাটোলজি) রোগীদের জন্য পূর্ণাঙ্গ আউটডোর ও ইনডোর (ভর্তি) চিকিৎসাসেবা চালু হয়েছে। এখানে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ, এন্ডোস্কপি, ইআরসিপি, লিভার বায়োপসি ও হেপাটো-বিলিয়ারি সার্জারি সুবিধা রয়েছে। সপ্তাহের সোম ও বুধবার বিশেষ পরীক্ষা এবং শুক্র ও সরকারি ছুটি বাদে প্রতিদিন বিকেল ৩টা-৬টা পর্যন্ত পরামর্শ নেওয়া যায়।

সেবাসমূহ:

আউটডোর (বহির্বিভাগ): বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত (শুক্র ও সরকারি ছুটি ব্যতীত)

ইনডোর (ভর্তি): লিভার ও হেপাটো-বিলিয়ারি সার্জারির রোগীদের জন্য ভর্তি কার্যক্রম চালু রয়েছে

⇒ পরীক্ষা-নিরীক্ষা: এন্ডোস্কপি, ইভিএল, কোলনোস্কপি, গ্লু- ইনজেকশন, এন্ডোস্কপিক পলিপেকটমি, এফএনএসি, ইআরসিপি, স্টেন্টিং ইত্যাদি

⇒ সার্জারি: ল্যাপারোস্কপিক সার্জারি, হুইপলস প্রোসিডিউর (Whipples Procedure) এবং পিত্তথলির পাথর অপারেশনের মতো জটিল অপারেশন

⇒ এই উদ্যোগের ফলে লিভারের রোগীরা কম খরচে বিশ্বমানের চিকিৎসা এবং বিশেষায়িত কেবিন সুবিধা পাচ্ছেন।

৬.১.১০ অপরিণত নবজাতকের চিকিৎসায় বিএমইউর সফলতা ঈর্ষণীয়

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) নিওনেটালজি বিভাগ অপরিণত নবজাতকের চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার (কেএমসি) ও আধুনিক নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে তারা নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিএমইউর এনআইসিইউতে মাত্র ২৫ সপ্তাহে জন্ম নেওয়া ও ৭৬৫ গ্রাম ওজনের এক অতি ঝুঁকিপূর্ণ নবজাতক সুস্থ হয়ে মা-বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরেছে। এর আগেও অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে এক মায়ের চার অপরিণত নবজাতকের জন্মদানে অসামান্য সফলতা দেখিয়েছেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) চিকিৎসকরা। বিএমইউর নিওনেটালজি (নবজাতক) ও ফিটোম্যাটার্নাল মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক, রেসিডেন্ট শিক্ষার্থী ও নার্সদের নিবিড় চেষ্টায় এই সফল অস্ত্রোপচার হয়। এছাড়া জোড়া লাগানো যমজ শিশুর চিকিৎসায় বিএমইউ বারবার সফলতা দেখিয়ে আসছে।

৬.১.১১ বাংলাদেশ মেডিক্যালয়ের বর্হিবিভাগের রোগীদের সন্তুষ্টি ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক জরিপ

বাংলাদেশ মেডিক্যালয় এ বর্হিবিভাগের সর্বোচ্চ পরিমাণ সেবা দেয়া হয়। রোগীদের সন্তুষ্টির বিষয়টির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। এ বিষয়ে যথাযথ তথ্য পাওয়ার জন্য ৩য় পক্ষের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্হিবিভাগের পরিছন্নতার বিষয়ে এবং অপেক্ষার সময় নিয়েও জরিপ চালানো হয়। ভবিষ্যতে রোগীদের চাহিদা অনুযায়ী সেবার মান আরো উন্নত করা হবে। জরিপের ফলাফল নিম্নরূপ:

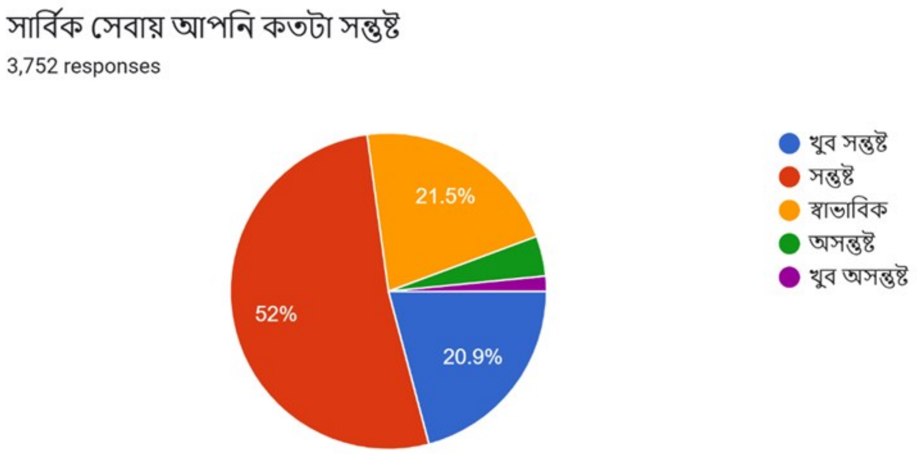

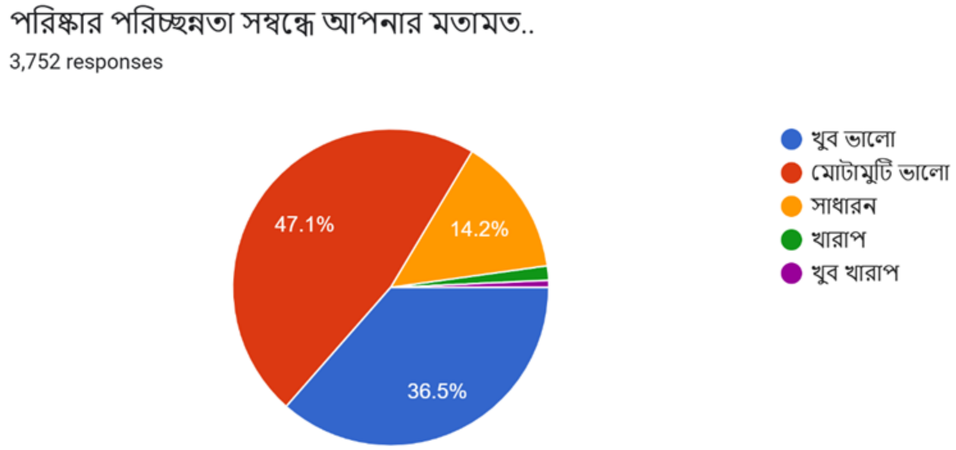

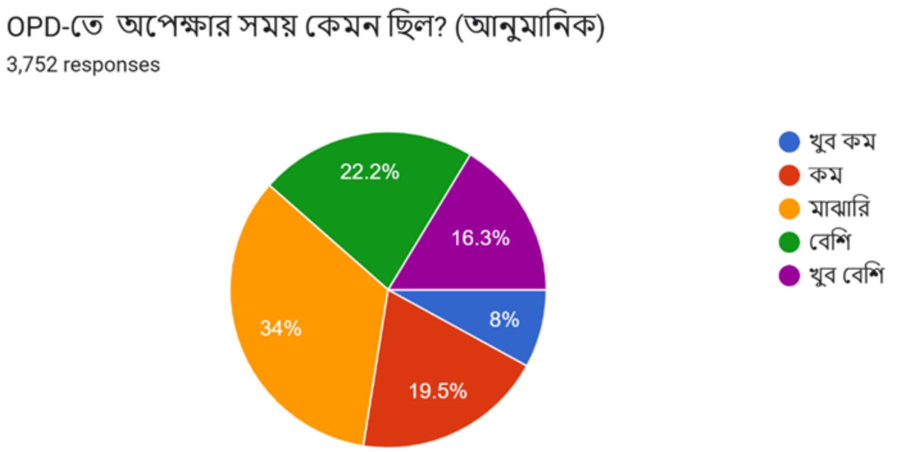

৬.২ ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা, মাননিয়ন্ত্রণ ও রোগী নিরাপত্তা

৬.২.১ Infection Prevention and Control (IPC) কার্যক্রম শুরু ও Infection Control Committee (ICC)

বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের আইসিইউ, অপারেশন থিয়েটার, ডায়ালাইসিস, ল্যাব ও অন্যান্য উচ্চঝুঁকিপূর্ণ সেবা ইউনিটে রোগী নিরাপত্তা ও সেবার মান নিশ্চিত করতে ইনফেকশন প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল (IPC) কর্মসূচি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। WHO-এর সহযোগিতায় জুলাই ২০২৫ থেকে IPC কর্মসূচি শুরু হয় এবং এর অংশ হিসেবে ১৮ আগস্ট ২০২৫ তারিখে ইনফেকশন কন্ট্রোল কমিটি (ICC) গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ২২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে WHO–BMU সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে IPC Centre of Excellence হিসেবে বিএমইউকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। নীতি প্রণয়ন, নজরদারি, অডিট, আউটব্রেক রেসপন্স ও জনবল সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে IPC চর্চাকে টেকসই ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে।

- ⇒ হ্যান্ড হাইজিন, PPE ব্যবহার, আইসোলেশন, অপারেশন থিয়েটার প্রোটোকল, ক্লিনিং ডিসইনফেকশন ও বায়োমেডিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি ও এসওপি প্রণয়ন করা হয়েছে
- ⇒ ইউনিটভিত্তিক সংক্রমণ নজরদারি (surveillance) ও ট্রেন্ড বিশ্লেষণের মাধ্যমে লক্ষ্যভিত্তিক হস্তক্ষেপ গ্রহণ করা হবে
- ⇒ হ্যান্ড হাইজিন কমপ্লায়েন্স, থিয়েটার ডিসিপ্লিন, স্টেরিলাইজেশন মান ও বর্জ্য পৃথকীকরণ বিষয়ে নিয়মিত অডিট ও ফিডব্যাক ব্যবস্থা
- ⇒ সংক্রমণ ক্লাস্টার বা আউটব্রেকের ক্ষেত্রে দ্রুত তদন্ত, কনটেইনমেন্ট ও সমন্বিত রেসপন্স
- ⇒ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল স্টুয়ার্ডশিপ কর্মসূচিতে সহায়তার মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার কমানো
- ⇒ স্টাফ সেফটি নিশ্চিতকরণ: নিডলস্টিক ইনজুরি ও এক্সপোজার প্রোটোকল, হেপাটাইটিস বি টিকাদান ও PEP বাস্তবায়ন
- ⇒ হাসপাতালের মেডিক্যাল বর্জ্য মাইক্রোওয়েভ মেশিনের মাধ্যমে প্রতিদিন নিষ্পত্তি করা হচ্ছে যা পরিবেশের জন্য অত্যন্ত নিরাপদ

৬.২.২ ইলেকট্রনিক মেডিক্যাল রেকর্ড (Electronic Medical Record, EMR) সিস্টেম চালু

বিএমইউর ক্লিনিক্যাল অনকোলজি বিভাগে ইএমআর সিস্টেম উদ্বোধন করা হয়েছে, যা রোগীর চিকিৎসা ইতিহাস, পরীক্ষা-ফল ও চিকিৎসা নথি ইলেকট্রনিকভাবে সংরক্ষণ এবং পরিচালনায় সহায়ক হবে এবং সেবা দ্রুততর করবে।

৬.২.৩ ডি-নথি (Digital Nothi) কার্যক্রম চালু

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) এর প্রশাসনিক কার্যক্রম সহজীকরণের জন্য ডি-নথির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ২ ও ৩ জুলাই ২০২৫ তারিখে রেজিস্ট্রার অফিসের মোট ২৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ডি-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৬.২.৪ মেডিসিন বিভাগে Point of Care Ultrasound (PoCUS) সেবা কার্যক্রম চালু

মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসায় রোগীর শয্যায় বা কাছাকাছি সময়ে দ্রুত আল্ট্রাসাউন্ড (PoCUS) ইমেজিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে, যা বাস্তবসময়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রোগ নির্ণয়ে সহায়তা করবে বিশ্বব্যাপী পয়েন্ট-অফ-কেয়ার আল্ট্রাসাউন্ডের কার্যকারিতা স্বীকৃত।

৬.২.৫ ল্যাবরেটরি কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রম শুরু

২০ জুলাই ২০২৫ তারিখে বিএমইউর বায়োকেমিস্ট্রি ও মলিকুলার বায়োলজি বিভাগে “ল্যাবরেটরি কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন” বিষয়ক কার্যক্রম শুরু হয়েছে, যা ল্যাবের গুণগত মান উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক মানের পথে অগ্রগতি এবং রোগ নির্ণয়ের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

৬.২.৬ বহির্বিভাগ ও রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং বিভাগে ডিজিটাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট ব্যবস্থা শতভাগ বাস্তবায়ন

স্বাস্থ্যসেবায় রোগীর চাপ বৃদ্ধি, সীমিত জনবল ও অবকাঠামোর সর্বোত্তম ব্যবহার এবং মান-নিশ্চয়তার ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (BMU) সেবা ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তিনির্ভর রূপান্তরকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। ২০২৫ সালে গৃহীত ডিজিটালাইজেশন উদ্যোগসমূহের মাধ্যমে রোগীবান্ধব সেবা নিশ্চিতকরণ, সুশৃঙ্খল সেবা প্রবাহ ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সুসংহত ও টেকসই কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

⇒ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বহির্বিভাগ (OPD)–এ ডিজিটাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে

⇒ রেডিওলজি ও ইমেজিং বিভাগে শতভাগ অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট ব্যবস্থা কার্যকরকরণ (১৪ আগস্ট ২০২৫ থেকে), যার ফলে পরীক্ষা প্রস্তুতি, সময় নির্ধারণ ও রিপোর্ট প্রদানে সমন্বয় বৃদ্ধি করা হয়েছে

⇒ সময়ভিত্তিক patient flow ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোগীর ভিড় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে

⇒ এই পদ্ধতিতে যথাসময়ে অফিসে উপস্থিতির হার প্রায় শতভাগ নিশ্চিত হয়েছে

৬.২.৭ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেস রিকগনিশন ভিত্তিক হাজিরা শতভাগ বাস্তবায়ন

⇒ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স ও কর্মচারীদের জন্য ফেস রিকগনিশনভিত্তিক হাজিরা ব্যবস্থা পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়ন (১ নভেম্বর ২০২৪ থেকে), যার মাধ্যমে উপস্থিতি ব্যবস্থাপনায় নির্ভরযোগ্যতা ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

⇒ ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিফট ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জিত হয়েছে।

৬.২.৮ প্রেসক্রিপশনে অনিবন্ধিত ওষুধ লিখলে শাস্তির বিধান রেখে নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশনে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদনহীন বা অনিবন্ধিত ওষুধ লেখা বন্ধে শাস্তির বিধান রেখে নীতিমালা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। ৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে বিএমইউ উপাচার্যের কাছে জমা দেওয়া কমিটির প্রতিবেদনে ‘ওষুধ ও কসমেটিকস আইন ২০২৩’ এবং ‘বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন ২০১০’ অনুযায়ী এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়। এই ধরনের উদ্যোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম।

নীতিমালা ও সুপারিশের মূল দিকসমূহ:

⇒ শাস্তির বিধান: অনিবন্ধিত ওষুধ, ভিটামিন বা মিনারেল প্রেসক্রিপশনে লিখলে তা আইনভঙ্গের শামিল হবে এবং এর জন্য শাস্তির বিধান রেখে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করা হবে

⇒ সচেতনতা বৃদ্ধি: চিকিৎসকদের সচেতন করতে লিফলেট বিতরণ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন এবং হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সাইনবোর্ড লাগানোর সুপারিশ করা হয়েছে

⇒ নিবন্ধিত ওষুধের তালিকা: চিকিৎসকরা যেন সহজেই ডিজিডিএর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিবন্ধিত ওষুধের তালিকা যাচাই করতে পারেন, তার ব্যবস্থা করা হবে

এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য হলো রোগীদের জীবন ঝুঁকি কমানো এবং ঔষধ প্রশাসন কর্তৃক অনুমোদিত ওষুধ ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান করা

৬.৩ সামাজিক দায়বদ্ধতা, নৈতিকতা ও জনকল্যাণমূলক চিকিৎসাসেবা

৬.৩.১ রোগীদের বিনামূল্যে ১২ কোটি টাকার ওষুধ প্রদানের উদ্যোগ

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) মোট বাজেট অনুমোদন হয়েছে ৯৭৬ কোটি ১১ লাখ টাকা। ২৮ জুন ২০২৫ শহীদ ডা. মিলন হলে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের সভায় পাশ হয়। এতে চলমান অর্থ বছরের রোগীদের ১২ কোটি টাকা ঔষধ বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

৬.৩.২ জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস ২০২৫ উপলক্ষে বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাসেবা ও ফ্রি রুটিন ইনভেস্টিগেশন (৩,০০০ রোগী উপকৃত)

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস ২০২৫ পালন ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান মাস উদযাপন উপলক্ষে ৫ আগস্ট ২০২৫ইং বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএমইউ) প্রশাসনের উদ্যোগে বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাসেবা ও ফ্রি রুটিন ইনভেস্টিগেশন, রোগীদেরকে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন, বাদ জোহর কেন্দ্রীয় মসজিদে দোয়া ও মোনাজাতসহ বিভিন্ন মহতী কর্মসূচী পালন করা হয়েছে। বিএমইউ বহির্বিভাগ-১ ও বহির্বিভাগ-২ এ সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিনামূল্যে প্রায় ৩ হাজার জন রোগীকে পরামর্শ সেবা প্রদান করেন। একই সাথে এক্সরে, আল্ট্রাসনোগ্রাম, সিবিসি, আরবিএস, এস ক্রিয়েটিনাইন, ইউরিন আর/এম/ই সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাসেবাও রোগীদেরকে বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

৬.৩.৩ পাঁচশত (৫০০) রোগীকে আড়াই কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) সমাজসেবা অফিসের উদ্যোগে ১৬ জুলাই ২০২৫ সালে ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোক প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ, থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এসময় ৫০০ জন রোগীকে ৫০ হাজার টাকা করে মোট ২৫০,০০,০০০/- (দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

৬.৩.৪ বিএমইউর পূর্ব ক্যাম্পাস সাবেক বেতার ভবনে স্পেশালাইজড ক্লিনিক উদ্বোধন

নতুন বছরের শুরুতে (গত ৩ জানুয়ারি ২০২৬ইং তারিখে) বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় বিএমইউর পূর্ব ক্যাম্পাস সাবেক বেতার ভবনে স্পেশালাইজড ক্লিনিক উদ্বোধন করা হয়। সেখানে শুধুমাত্র বিএমইউর বহির্বিভাগ থেকে রেফারকৃত রোগীরাই তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা নিতে পারবেন। বর্তমানে প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত বিএমইউর বহির্বিভাগের রেফারকৃত রোগীরা এ চিকিৎসাসেবা নিতে পারবেন।

৬.৩.৫ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালযলে নানা কর্মসূচি
১৬ই ডিসেম্বর ২০২৫

জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণে জাতীয় সৃতিসৌধে বিনম্র শ্রদ্ধা। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, রোগীদের উন্নত মানের খাবার বিতরণ, বীর শহীদদের আত্মার শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া ।

৬.৩.৬ বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা, মাস্টার্স পর্যায়ের কোর্স

বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা, মাস্টার্স পর্যায়ের কোর্স সমূহের ক্ষেত্রে ইন্সপেকশন রিপোর্ট নিয়ে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন আলোচনা চলমান রয়েছে। এই কার্যক্রমে বর্তমানে প্রশাসন বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৬.৪ হাসপাতালে চিকিসৎসা সেবার মানোন্নয়নের জন্য দক্ষ নার্স নিয়োগ

বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘদিন ধরে নার্সের স্বল্পতা বিরাজমান ছিল। এই স্বল্পতা পূরণের জন্য প্রায় তেত্রিশ (৩৩) হাজার আবেদনের মধ্যে থেকে অত্যন্ত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় লিখিত ও মৌখিখ পরীক্ষার মাধ্যমে শূন্য পদের বিপরীতে পাচঁশত নয় (৫০৯) জন নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

৭. গবেষণা ও উদ্ভাবন

৭.১ থিসিস সহায়তা, গবেষণা মঞ্জুরী ও গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধি

৭.১.১ থিসিস গ্রান্ট প্রদানমূলক কার্যক্রম

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএমইউ) উচ্চতর চিকিৎসা শিক্ষায় অধ্যয়নরত ৫৪৯ জন রেসিডেন্টকে মোট ৬ কোটি ৮৭ লাখ ৫৪ হাজার ৫ শত টাকা থিসিস গ্রান্ট প্রদান করা হয়। থিসিস যাতে দেশ ও বিজ্ঞানের কল্যাণে ব্যয় হয় এবং মানুষের উপকারে আসে এমন গবেষণায় মনোযোগ দেওয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। গত ৩ জুন ২০২৫ইং তারিখে এই থিসিস গ্রান্ট প্রদান করা হয়।

৭.১.২ চুরানব্বই (৯৪) জন শিক্ষক ও চিকিৎসককে গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান

২০২৪ ও ২০২৫ অর্থ বছরে মোট ৯৪ জন শিক্ষক ও চিকিৎসককে রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য-গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। প্রথম ধাপে ৫৬ জন, দ্বিতীয় ধাপে ৯ জন এবং তৃতীয় ধাপে ২৯ জন মোট ৩ কোটি ৮৯ লাখ ৫ হাজার টাকার গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

৭.২ জনস্বাস্থ্য, রোগতত্ত্ব ও মানসিক স্বাস্থ্যভিত্তিক গবেষণা

৭.২.১ বাংলাদেশে জনসংখ্যাভিত্তিক ক্যান্সার পরিস্থিতি: একটি ঐতিহাসিক গবেষণা

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) দেশে ক্যান্সার পরিস্থিতি অনুধাবনে এক যুগান্তকারী গবেষণা করেছে। ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত এই গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো জনসংখ্যাভিত্তিক ক্যান্সার রেজিস্ট্রি প্রতিষ্ঠিত হয়, যা জাতীয় স্বাস্থ্য পরিকল্পনা ও ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ কৌশল প্রণয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণভিত্তিক ভিত্তি তৈরি করেছে।

গবেষণায় দেখা যায়, দেশে প্রতি ১ লাখ জনসংখ্যায় ১০৬ জন ক্যান্সারে আক্রান্ত এবং প্রতিবছর প্রতি লাখে গড়ে ৫৩ জন নতুন রোগী শনাক্ত হচ্ছে। মোট মৃত্যুর প্রায় ১১.৯ শতাংশ ক্যান্সারজনিত, যেখানে পুরুষদের আক্রান্তের হার নারীদের তুলনায় বেশি। নারীদের মধ্যে স্তন ও জরায়ু-মুখ ক্যান্সার এবং পুরুষদের মধ্যে শ্বাসনালী ও ফুসফুস ক্যান্সারের পাওয়া গেছে। তামাক ও ধূমপান প্রধান ঝুঁকিপূর্ণ কারণ হিসেবে এই গবেষণায় সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছে। আক্রান্তদের ৬০ শতাংশ কমবাইন্ড চিকিৎসা নিয়েছে এবং ৭.৪ শতাংশ রোগী কোনো চিকিৎসা নেয়নি।

৭.২.২ জুলাই ২০২৪ আন্দোলন ও ট্র্যাজেডির মানসিক স্বাস্থ্যগত অভিঘাত

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৮ আগস্ট ২০২৫ তারিখে আয়োজিত Beyond the Headlines: Mental Health Consequences of the July Uprising and Milestone Tragedy' শীর্ষক গবেষণা সেমিনারে জুলাই ২০২৪ সালের আন্দোলন ও সংশ্লিষ্ট ট্র্যাজেডির দীর্ঘমেয়াদি মানসিক স্বাস্থ্যগত প্রভাব তুলে ধরা হয়।

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ৮২.৫ শতাংশ তীব্র বিষন্নতা এবং ৬৪ শতাংশ পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডারে (PTSD) ভুগছেন। অংশগ্রহণকারীদের একটি বড় অংশ তরুণ বয়সী ও শিক্ষার্থী হওয়ায় এই মানসিক সংকট ভবিষ্যৎ মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত হয়। বিশেষজ্ঞরা প্রাথমিক পর্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা শনাক্তকরণ, কাউন্সেলিং সেবা সম্প্রসারণ এবং ট্রমা-ইনফর্মড কেয়ার ব্যবস্থার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। আর মাইলস্টোন স্কুলে ট্রেজিডির শিকার ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবকদের দ্রুত মানবিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে গুরুত্ব দেয়া হয়।

৭.২.৩ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR): ক্রমবর্ধমান জনস্বাস্থ্য হুমকি

বিশ্ব অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল সচেতনতা সপ্তাহ উপলক্ষে ৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে বিএমইউতে প্রকাশিত অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (২০২৪-২৫) প্রতিবেদন দেশে অ্যান্টিবায়োটিক কার্যকারিতা হ্রাসের একটি উদ্বেগজনক চিত্র তুলে ধরে।

এক বছরে বিশেষিত ৪৬,২৭৯টি ক্লিনিক্যাল নমুনার মধ্যে প্রায় ২৪ শতাংশ কালচার পজিটিভ পাওয়া যায়।

ই-কলাই (E-coli), স্যালমোনেলা টাইফি, ক্লেবসিয়েলা ও অন্যান্য প্যাথোজেনের বিরুদ্ধে বহুল ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা উল্লেখ্যযোগ্যভাবে কমে এসেছে। বিশেষ করে কার্বাপেনেম রেজিস্ট্যান্সের বৃদ্ধি এবং আইসিইউ-সংক্রান্ত সংক্রমণে মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্স ভবিষ্যৎ চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য একটি গুরুতর হুমকি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

৭.২.৪ জরায়ু মুখ ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রিনিং: কাভারেজের চ্যালেঞ্জ

বিএমইউ পরিচালিত জনসংখ্যাভিত্তিক জরায়ু-মুখ ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রিনিং প্রকল্পের (মে ২০২৫) ফলাফল অনুযায়ী, দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ নারী এখনো নিয়মিত স্ক্রিনিং সেবার আওতার বাইরে। HPV সংক্রমণের হার অঞ্চলভেদে ভিন্নতা প্রদর্শন করেছে। ইলেক্ট্রনিক ডাটা ট্র্যাকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে রোগী ফলোআপ জোরদার করা হচ্ছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে WHO-এর ৯০-৭০-৯০ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

৭.২.৫ বাংলাদেশে মাদক অপব্যবহার: জাতীয় পর্যায়ের প্রমাণভিত্তিক চিত্র

২৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে প্রকাশিত জাতীয় পর্যায়ের গবেষণায় দেশে আনুমানিক ৮১,৯৪,৬৫১ জন মাদক ব্যবহারকারী শনাক্ত করা হয়েছে, যাদের একটি বড় অংশ অল্প বয়সেই মাদক গ্রহণ শুরু করে। এই গবেষণালব্ধ তথ্য ভবিষ্যতে জাতীয় নীতি প্রণয়ন, প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি এবং আন্তঃখাত সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণে একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে বিবেচিত হবে।

৭.২.৬ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ১০ জুলাই ২০২৫

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা,আইসিডিডিআর (ICDDRB) চীফ সায়েন্টিষ্ট এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে একটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এর মেডিসিন বহির্বিভাগ এবং ডেন্টাল ফ্যাকাল্টি পরিদর্শন করেন। উদ্দেশ্য-বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ডায়াবেটিস রোগের কারণ অনুসন্ধান এবং চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে "জেনেটিক রিসার্চ " সংক্রান্ত্র গবেষণা কার্যক্রম শুরু।

৭.৩ সামাজিক নির্ধারক, স্বাস্থ্যসমতা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থাপনা গবেষণা

৭.৩.১ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি-সংক্রান্ত সামাজিক বিশ্বাস

৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখে বিএমইউতে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে পরিচালিত তিনটি গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়। গবেষণায় ফলাফলে দেখা যায় যে, পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর গর্ভবতী নারীদের গর্ভকালীন সময়ে প্রায় ৬৪ ধরনের পুষ্টিকর খাবার গ্রহণে সামাজিকভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়। এই খাদ্য-সংক্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কার মা ও অনাগত শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। গবেষকরা সংস্কৃতি সংবেদনশীল স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সচেতনতা কার্যক্রম জোরদারের সুপারিশ করেন।

৭.৩.২ শৈশবকালের প্রতিকূলতা ও পরবর্তী জীবনের স্বাস্থ্যঝুঁকি

২৩ জুলাই ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত 'শৈশবকালের প্রতিকূলতা ও তার স্বাস্থ্যগত প্রভাব' শীর্ষক গবেষণায় শৈশবে অবহেলা, পারিবারিক অস্থিরতা ও সামাজিক অনিশ্চয়তার সঙ্গে পরবর্তী জীবনে মানসিক ব্যাধি, দীর্ঘস্থায়ী অসংক্রামক রোগ এবং ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের দৃঢ় সম্পর্ক চিহ্নিত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় পরিচালিত এই গবেষণা শিশুস্বাস্থ্য নীতিমালা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

৭.৩.৩ উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব উন্নয়ন

বিএমইউ ও ইউনিসেফের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত গবেষণায় উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকদের জন্য কৌশলগত নেতৃত্ব প্রশিক্ষণের ইতিবাচক প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। ২৩ মার্চ ২০২৫ইং তারিখে প্রকাশিত গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল অনুযায়ী, এই প্রশিক্ষণ স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি, সম্পদের সঠিক ব্যবহার এবং স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

৮. প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার কার্যক্রম সক্ষমতা বৃদ্ধি

৮.১ ই-গভর্নমেন্ট প্রোকিউরমেন্ট (e-GP) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ০১ মার্চ ২০২৫ তারিখে DOHATECH-এ ই-প্রকিউরমেন্ট সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত ২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অংশগ্রহণে একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিটির উদ্দেশ্য ছিল সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাকে ডিজিটাল, স্বচ্ছ ও দক্ষ করা। এতে ই-জিপি সিস্টেমে নিবন্ধন, টেন্ডার দাখিল ও মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং বাস্তবভিত্তিক ডেমোনস্ট্রেশন অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর ফলে অংশগ্রহণকারীদের ই-জিপি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রয় কার্যক্রমে সময় ও ব্যয় সাশ্রয় সম্ভব হয়। কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি)।

৮.২ পাবলিক প্রোকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও বিধিমালা ২০০৮ বিষয়ক প্রশিক্ষণ (Training on Public Procurement Act 2006 & Public Procurement Rules 2008)

⇒ অংশগ্রহণকারী: কেন্দ্রীয় ক্রয় কমিটি, বিভাগীয় ক্রয় কমিটি, অর্থ ও অডিট সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ

⇒ ডিসেম্বর ২০২৫ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন নিয়ে ১৭০ শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ প্রদান।

⇒ উদ্দেশ্য: সরকারি ক্রয়ে আইনগত জ্ঞান ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা

⇒ বিষয়বস্তু: PPA ও PPR-এর মৌলিক ধারা এবং RFQ, Tender ও Contract Management

ক্রম	ব্যাচ	তারিখ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	ব্যাচ-১	১৭-১৮ ফেব্রুয়ারি	৪০
২	ব্যাচ-২	১৯-২০ মার্চ	৪৪
৩	ব্যাচ-৩	৭-৮ মে	৪০
৪	ব্যাচ-৪	২৭-২৮ মে	৪৪
		মোট	১৬৮

Table: No. of Participants in Training on PPA 2006 & PPR 2008

⇒ ফলাফল: স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি

⇒ বাস্তবায়নকারী বিভাগ: ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আই.কিউ.এ.সি)

৮.৩ ইভিডেন্স-বেইজড মেডিসিন (EBM) প্রশিক্ষণ কর্মশালা

শিক্ষক, চিকিৎসক ও পোস্টগ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ডিসেম্বর ২৫ পর্যন্ত ৩৯ বিভাগে শিক্ষক ও চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসা সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতা বৃদ্ধি করা। কর্মসূচির আওতায় ক্লিনিক্যাল প্রশ্ন তৈরি, গবেষণা মূল্যায়ন ও প্রয়োগ বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এর ফলে রোগীসেবার গুণগত মান উন্নয়ন সম্ভব হয়। কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি)।

৮.৪ টিচিং মেথডলজি ও অ্যাসেসমেন্ট বিষয়ক কর্মশালা (Workshop on Teaching Methodology and Assessment)

অংশগ্রহণকারী: বিভিন্ন অনুষদের শিক্ষকবৃন্দ

ডিসেম্বর ২০২৫ইং পর্যন্ত ৩৬ টি কর্মশালার আয়োজন ও ১৫৪ জন সম্মানিত ফ্যাকাল্টিকে প্রশিক্ষণ প্রদান

উদ্দেশ্য: আধুনিক ও শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতি বাস্তবায়ন

বিষয়বস্তু: Interactive Teaching এবং Structured Assessment Tools, OBE, কার্যকর শিক্ষণ কৌশল, মুল্যায়ন পরিকল্পনা, MCQ/SAQ নির্মাণ, OSCE/OSPE এবং টেস্ট ম্যাট্রিক্স অন্তর্ভুক্ত ছিল

ফলাফল: শিক্ষার মান ও মূল্যায়নের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি

৮.৫ বিশ্ব মেধাস্বত্ব দিবস ২০২৫ উদযাপন (Observation of World Intellectual Property Day 2025)

২৬ এপ্রিল ২০২৫ বিএমইউ ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালায় শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। মূল উদ্দেশ্য ছিল গবেষণা ও উদ্ভাবনে মেধাস্বত্ব (Intellectual Property) সচেতনতা বৃদ্ধি। কর্মশালার ফলে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আইপি সুরক্ষা ও নীতি সম্পর্কে আগ্রহ ও সচেতনতা তৈরি হয়। এই উদ্যোগ বিএমইউতে গবেষণা-ভিত্তিক উদ্ভাবন এবং নৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৮.৬ আউটকাম-বেইজড কারিকুলাম (OBC) উন্নয়ন কার্যক্রম

⇒ অংশগ্রহণকারী: কারিকুলাম কমিটি ও বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞরা

⇒ উদ্দেশ্য: ইউজিসি ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কারিকুলাম প্রণয়ন

⇒ ফলাফল: শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও কর্মযোগ্যতা বৃদ্ধি

⇒ বাস্তবায়নকারী বিভাগ: ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আই.কিউ.এ.সি)

⇒ অগ্রগতি: BMU-এর ৫৮টি বিভাগের মধ্যে ৫৪টি বিভাগ Outcome-Based কারিকুলাম জমা প্রদান করেছে

⇒ ওবিসি সহ বিভিন্ন বিষয়ে এ পর্যন্ত ৭৩২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

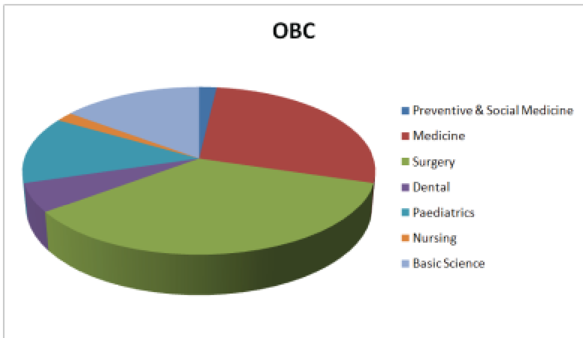

Figure: Faculty wise subitted OBC

৮.৭ প্রোকিউরমেন্ট, হিসাব ও অডিট বিষয়ক কর্মশালা (Workshop on Procurement, Accounting, Finance and Auditing)

হিসাব, ফিন্যান্স ও অডিট সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ২৪ মে ২০২৫ তারিখে একটি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিটির উদ্দেশ্য ছিল আর্থিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। এর ফলে সঠিক আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং অডিট প্রস্তুতি উন্নত হয়। কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করে সেমিনার ওয়ার্কশপ কমিটি, বেসিক সায়েন্স অনুষদ এবং ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি)।

৮.৮ প্রিসিশন মেডিসিন বিষয়ক সেমিনার

২০২৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি বিএমইউ-তে "Turning Potential into Practice: Precision Medicine in Bangladesh" কর্মশালায় প্রিসিশন মেডিসিন ও এর ক্লিনিক্যাল প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

৩৮টি সুপারিশ গৃহীত হয় যা দেশে উদ্ভাবনী চিকিৎসা ও গবেষণাকে এগিয়ে নেবে।

৮.৯ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) বিষয়ক সেমিনার

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) শিক্ষা, গবেষণা ও স্বাস্থ্যসেবায় এআইভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এ প্রেক্ষাপটে ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে বিএমইউতে "এআই: উদ্ভাবন ও ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা" শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে কমস্যাটস ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদের আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ ডা. হাম্মাদ উমর আধুনিক চিকিৎসায় এআই-এর ভূমিকা, সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা উপস্থাপন করেন।

৮.১০ বিএমইউ এবং বুয়েট যৌথ উদ্যোগে AI সেমিনার (Joint AI Seminar by BMU and BUET)

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) ও বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর যৌথ উদ্যোগে

২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে "রেডিওলজিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-এর ব্যবহার, গুরুত্ব ও স্থানীয় উন্নয়ন" শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

⇒ রেডিওলজিতে এআই ব্যবহার রোগ নির্ণয় রিপোর্টিং এ বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে।

৮.১১ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বায়োমলিকুলার ল্যাব বিষয়ক সেমিনার (Seminar on Internationally Accredited Biomolecular Laboratories)

নির্ভুল রোগনির্ণয় ও লক্ষ্যভিত্তিক চিকিৎসায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বায়োমলিকুলার ল্যাবরেটরির গুরুত্ব তুলে ধরতে ১৪ জুলাই ২০২৫ তারিখে বিএমইউ ও টিএমএসএস মেডিক্যাল কলেজ, বগুড়ার যৌথ উদ্যোগে “নির্ভুল রোগনির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বায়োমলিকুলার ল্যাবরেটরির গুরুত্ব” শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ল্যাবরেটরি চর্চা প্রতিষ্ঠায় এ ধরনের উদ্যোগের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়।

৮.১২ রোবোটিক সার্জারি বিষয়ক সেন্ট্রাল সেমিনার (Central Seminar on the role of Robotic in Surgery)

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় The Role of Robotic in Surgery শীর্ষক কেন্দ্রীয় সেমিনার ১৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লক অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে আধুনিক রোবোটিক প্রযুক্তির মাধ্যমে আর্ন্তজাতিক মানের চিকিৎসা সেবা প্রদান সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর বাস্তবতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

৮.১৩ ল্যাবরেটরি কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন কর্মশালা (Workshop on Laboratory Quality Assurance & Accreditation)

ল্যাবরেটরিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রেক্ষাপটে ২০ জুলাই ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি ও মলিকুলার বায়োলজি বিভাগে “ল্যাবরেটরি কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন” শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় নির্ভুল ও সময়োপযোগী ল্যাবরেটরি ফলাফল নিশ্চিতকরণ, IQC ও EQC কার্যক্রম এবং ISO 15189:2022 মানদণ্ড অনুযায়ী অ্যাক্রেডিটেশনের প্রস্তুতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এতে বিভিন্ন বিভাগের ২৮ জন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও ল্যাব সংশ্লিষ্ট কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

৮.১৪ ইয়াং এডিটরস প্রশিক্ষণ ও গ্রাজুয়েশন (Young Editors Training Program & Graduation Ceremony)

বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও জ্ঞান সৃষ্টির সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ইয়াং এডিটরদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শেষে গ্রাজুয়েশন সেরিমনি অনুষ্ঠিত হয়। এ উদ্যোগের মাধ্যমে সম্পাদকীয় দক্ষতা ও গবেষণা প্রকাশনার মানোন্নয়নে গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

৮.১৫ নার্সদের জন্য ন্যাশনাল রিসাসিটেশন প্রশিক্ষণ (National Resuscitation Training for Nurses)

নবজাতকের জীবনরক্ষায় ব্যাগ অ্যান্ড মাস্ক ভেন্টিলেশনসহ জাতীয় রিসাসিটেশন কৌশলের গুরুত্ব বিবেচনায় নিওনেটোলজি বিভাগের উদ্যোগে ২ আগস্ট ২০২৫ তারিখে নার্সদের জন্য জাতীয় রিসাসিটেশন প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বিএমইউসহ দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজের ২২ জন নার্স অংশগ্রহণ করেন।

৮.১৬ থিসিস ও ম্যানুস্ক্রিপ্ট রাইটিং প্রশিক্ষণ (Training on Thesis Protocol & Manuscript Writing)

১৭ জানুয়ারি ২০২৫, বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএমইউ) গবেষণাপত্র ও ম্যানুস্ক্রিপ্ট লিখন এবং 'হিনারি' (Hinari) ব্যবহার করে জার্নাল ও আর্টিকেল খোঁজার বিষয়ে একটি হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ-ব্লক অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিএমইউ-র ফেজ-বি রেসিডেন্টদের প্রায় ৭০০ জন প্রশিক্ষণার্থী চিকিৎসক অংশগ্রহণ করেন।

৮.১৭ অ্যান্টি এইচবিসি টোটাল বিষয়ক বৈজ্ঞানিক সভা (Scientific Session on Anti-HBc)

১৯ জুলাই ২০২৫ইং তারিখে স্বাস্থ্যসেবায় নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে 'অ্যান্টি-এইচবিসি (Anti-HBc) টোটাল: ধারণা ও বাস্তবতা' শীর্ষক বৈজ্ঞানিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বিশেষজ্ঞরা জানান, সিরোসিস রোগীদের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষাটি অপরিহার্য এবং পজিটিভ রোগীদের নতুন করে ভ্যাকসিনের প্রয়োজন নেই। সঠিক ক্লিনিক্যাল মূল্যায়নের মাধ্যমে হেপাটাইটিস-বি আক্রান্তদের উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করাই ছিল এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য।

৮.১৮ জুলাই আন্দোলনে বিএমইউর মেডিক্যাল রেসপন্স- সার্জিক্যাল অ্যান্ড অর্থোপেডিক পারস্পেকটিভ সেমিনার (July Uprising-Surgical & Orthopedic Perspective Seminar)

১৭ মার্চ ২০২৫ইং তারিখে 'সার্জিক্যাল অ্যান্ড অর্থোপেডিক পারস্পেকটিভ' শীর্ষক সেমিনারে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহতদের চিকিৎসা সেবায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগের তত্ত্বাবধানে ২০০-এর অধিক আহত রোগীকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা, প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার ও ওষুধ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সেমিনারে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা এসব জটিল কেস পরিচালনার অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন, যার মূল লক্ষ্য ছিল উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে গুরুতর আহতদের দ্রুত সুস্থতা ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করা।

৮.১৯ থাইরয়েড নডুল ও ক্যান্সার বিষয়ক সেমিনার (Thzroid Nodules and Cancer: Update & Beyond)

১৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে বিএমইউ-তে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষজ্ঞরা জানান, বাংলাদেশে প্রতি তিনজনে একজন থাইরয়েড সমস্যায় ভুগলেও সচেতনতার অভাবে ৭০% মানুষই তা জানেন না। তবে থাইরয়েড নডিউলের ৯৫ শতাংশই ক্যান্সারহীন এবং ক্যান্সার শনাক্ত হলেও সঠিক চিকিৎসায় রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া সম্ভব। বর্তমানে 'রেডিওফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবলেশন'-এর মতো আধুনিক ও সাশ্রয়ী চিকিৎসা পদ্ধতি দেশে সহজলভ্য। ভয় না পেয়ে সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় ও মানবিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাই এই আয়োজনের মূল বার্তা।

৮.২০ বিশ্ববিদ্যালয় স্বাস্থ্যসেবায় মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা (Human Values and Ethics in University Health Care Practice)

১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে বিএমইউ-তে অনুষ্ঠিত সেমিনারের মূল লক্ষ্য ছিল ভবিষ্যৎ চিকিৎসকদের মধ্যে সততা, শ্রদ্ধা, সহনশীলতা এবং দলগত মনোভাবের মতো নৈতিক গুণাবলী বৃদ্ধি করা। বক্তারা গুরুত্বারোপ করেন যে, উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর সেবার পাশাপাশি রোগীর প্রতি মানবিক আচরণ, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং পেশাগত শিষ্টাচার বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। মূলত দক্ষ ও নৈতিকতাসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাই ছিল এই আয়োজনের প্রধান উদ্দেশ্য।

৮.২২ ভার্টইগো ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেমিনার (Approach to Vertigo)

১৯ মে ২০২৫ তারিখে বিএমইউ-র নিউরোলজি বিভাগে 'অ্যাপ্রোচ টু ভার্টইগো' সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাথা ঘোরার কারণ নির্ণয়ে 'ডিক্স-হলপাইক টেস্ট' এবং চিকিৎসায় 'এপলি ম্যানুভার' পদ্ধতির কার্যকারিতা তুলে ধরা হয়। বিশেষজ্ঞরা জানান, বাংলাদেশে ভার্টিগোর প্রধান কারণ 'বিপিপিভি', যা সঠিক ব্যায়াম ও আধুনিক কৌশলে দ্রুত নিরাময় সম্ভব।

৮.২১ জাতীয় গবেষণা চাহিদা ও অগ্রাধিকার কর্মশালা (Workshop on National Research Needs & Priorities)

৭ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে বিএমইউ-এর পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিক্স বিভাগ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) যৌথ উদ্যোগে জাতীয় গবেষণা চাহিদা ও অগ্রাধিকার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। গবেষণার সংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে গুণগত মান বাড়াতে এবং এর সুফল রোগীদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে গুরুত্বারোপ করেন আলোচকরা। গবেষণার তদারকি জোরদার করতে একটি 'সেন্ট্রাল রিসার্চ সেল' প্রতিষ্ঠা, জার্নাল ক্লাব পুনর্গঠন এবং গবেষণায় উদ্ভাবনী চিন্তার প্রতিফলন ঘটানোর ওপর তাগিদ দেওয়া হয়। এছাড়া, আইআরবি ও থিসিস সুপারভাইজারদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা এবং 'গুড ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস' অনুসরণ করে উচ্চমান নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়।

৮.২২ বিশ্ব রোগী নিরাপত্তা দিবস ২০২৫ উদযাপন (Observation of World Patient Safety Day 2025)

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএমইউ) যথাযোগ্য মর্যাদায় 'বিশ্ব রোগী নিরাপত্তা দিবস' উদযাপিত হয়। 'শুরু থেকেই রোগীর নিরাপত্তা (Patient Safety from the Start!)' শ্লোগান নিয়ে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে চিকিৎসাসেবার গুণগত মান নিশ্চিত করা, ভুল চিকিৎসা রোধে কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন এবং উন্নততর রোগী নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। মূলত সেবার প্রতিটি স্তরে রোগীর সুরক্ষা নিশ্চিত করাই ছিল এই দিবসের প্রধান লক্ষ্য।

৮.২৩ ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রোক কনফারেন্স ২০২৫ (International Stroke Conference 2025)

৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে বিএমইউ-তে 'ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রোক কনফারেন্স-২০২৫' অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে তীব্র স্ট্রোক পরবর্তী আধুনিক চিকিৎসা, 'মেকানিক্যাল থ্রম্বেকটমি' এবং পরবর্তী প্রজন্মের নিউরো-ইন্টারভেনশন সেবার উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞরা জানান, জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং দ্রুত চিকিৎসায় 'গোল্ডেন আওয়ার' অনুসরণের মাধ্যমে ৮০% স্ট্রোক প্রতিরোধ করা সম্ভব। মূলত স্ট্রোক পরবর্তী পঙ্গুত্ব রোধ এবং উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে জীবনরক্ষাকারী সেবা নিশ্চিত করাই ছিল এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য।

৮.২৪ সেবার মানোন্নয়ন ও হাসপাতাল শিষ্টাচার প্রশিক্ষণ (Training on Service Quality, Patient Care & Hospital Etiquette)

'প্রশিক্ষণে বৃদ্ধি পাক সেবার মান' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ১২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে বিএমইউ-র মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগের উদ্যোগে নার্সিং কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়ন, রোগীর নিবিড় যত্ন এবং পেশাগত শিষ্টাচার নিশ্চিত করাই ছিল এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র স্টাফ নার্সদের নিয়ে আয়োজিত এই ধারাবাহিকে প্রতি ব্যাচে ২৮ জন করে অংশগ্রহণ করেন। উন্নত ও মানবিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে নার্সদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এই উদ্যোগের প্রধান উদ্দেশ্য।

৮.২৫ Innovation, Integrity and Accountability in the Digital Age থিম নিয়ে Asia-Pacific Management Accounting Association (APMAA) Webinars Bangladesh Chapter ২০২৬ অনুষ্ঠিত

এশিয়া প্যাসিফিক ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং অ্যাসোসিয়েশন (APMAA-Bangladesh Chapter) ও বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) এর যৌথ উদ্যোগে 'Emerging Issues in Corporate Communication and Accounting for Health from a Management Accounting Perspective' শিরোনামে হাইব্রিড Webinar অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ, জাপান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ইন্দোনেশিয়াসহ বিশ্বের আরো অনেক দেশের ৫০০ এর অধিক Faculty Member, Student, Researcher, Professionals উপস্থিত ছিলেন। স্বাস্থ্যখাতে Health Accounting ও Health Economics–এর সমসাময়িক ধারণা শক্তিশালী করা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাল রূপান্তরের প্রেক্ষাপটে আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে একাডেমিক ও পেশাগত সহযোগিতা সম্প্রসারণ করা। স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বিশ্লেষণ, আর্থিক স্বচ্ছতা ও সম্পদ ব্যবস্থাপনায় Health Accounting-এর ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে উন্নত ধারণা অর্জন করেছেন, যা প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও টেকসই স্বাস্থ্য অর্থায়নে কার্যকর অবদান রাখবে।

৮.২৬ জুলাই আন্দোলন: কালের সাক্ষী বিএমইউ (July Uprising 2024: BMU as a Witness of History)

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি ও 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান মাস (৩৬ জুলাই)' পালন উপলক্ষে ১৫ ও ২৪ জুলাই ২০২৫ তারিখে বিএমইউ-তে বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল শহীদ ডা. মিলন হলে 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪: কালের সাক্ষী বিএমইউ' শীর্ষক আলোচনা সভা এবং ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শনী। এছাড়া গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতা ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অবদান স্মরণে ফটো এক্সিবিশন ও স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এর মাধ্যমে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে বিএমইউ পরিবারের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও আত্মত্যাগকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হয়।

৮.২৭ Asian Pacific Endodontic Congress 2025 BESCON-Dhaka অনুষ্ঠিত

⇒ Asian Pacific Endodontic Congress 2025 Dhaka-BESCON 2025 Dhaka অক্টোবর ২০২৫ এ অনুষ্ঠিত হয়। 'Organizing Chair by BMU, Conservative Dentistry and Endodontics Department Chairman, Professor Dr Md Mujibur Rahman Howlader'.

৮.২৮ 23rd World Endodontic Congress APEC 2025 Cairo, Egypt এ বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ

⇒ Country Representative Speaker (CRS Bangladesh) Prof Dr Mujibur Rahman Howlader in 23rd World Endodontic Congress APEC 2025 Cairo, Egypt এ অংশগ্রহণ করেন এবং Congress টি ডিসেম্বর ২০২৫ এ অনুষ্ঠিত হয়।

৮.২৯ Cadavaric workshop on regional Anaesthesia অনুষ্ঠিত

বিশ্ববিদ্যালয়ে Anaesthesia বিভাগে ২০ জানুয়ারি ২০২৬ এ Cadavaric workshop on regional Anaesthesia অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের ম্যানটর হিসেবে জার্মানির প্রক্ষাত অধ্যাপক প্রফেসার পল কেসলার হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

৮.৩০ বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উদ্যোগে সেমিনার অনুষ্ঠিত

১৬ অক্টোবর ২০২৫ইং তারিখে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উদ্যোগে ঐউঅঞ প্রজেক্ট এর জন্য একাডেমিক ট্রান্সফরমেশন ফান্ড সাব-প্রজেক্ট কীভাবে লিখবেন সেটি সেমিনারে হয়। বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা কার্যক্রম তরান্বিত করার লক্ষ্যে এ আয়োজন ।

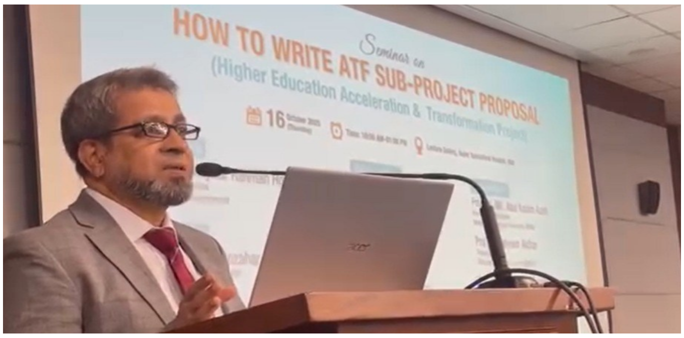

৮.৩১ Harvard School of Gynecology এর সাথে Hands on Training

২৭ অক্টোবর ২০২৫ইং তারিখে Harvard School of Gynecology “Obs. Gynecology Department, BMU- daylong Workshop, Live Surgery, Hands on Training on Gynecological Cancer Surgery-অনুষ্ঠিত হয়। Leading Harvard Faculty Surgeon Professor Dr. Amekathryn Goodman প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

৯. শিক্ষা, চিকিৎসা ও গবেষণার উন্নয়নে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

৯.১ Harvard Medical School and Massachusetts General Hospital এর সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি

ইভিডেন্স-বেইসড মেডিসিন প্র্যাকটিস কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া, গাইনি ক্যান্সার চিকিৎসা উন্নয়ন, চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদের বিনিময় কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ এবং যৌথ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বিএমইউ'র গাইনি অনকোলজি বিভাগ ও ক্লিনিক্যাল অনকোলজি বিভাগ এবং হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুল ও ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের সঙ্গে একটি সমঝোতা চুক্তি (MoU) স্বাক্ষর করা হয়েছে (২৭ অক্টোবর ২০২৫)।

৯.২ International Institute of Islamic Thought (IIIT), USA এর সঙ্গে চুক্তি

২০২৫ সালের ১৮ অক্টোবর বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) শিক্ষা কার্যক্রম আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা নিশ্চিতকরণ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদানের লক্ষ্যে কয়েকটি শিক্ষামূলক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের International Institute of Islamic Thought (IIIT)-এর সঙ্গে একটি MoU স্বাক্ষর হয়েছে

৯.৩ সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সহায়তা দিতে WHO-এর সঙ্গে সমঝোতা

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)- এর মধ্যে ২২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে একটি সমঝোতা চুক্তি (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিএমইউ'র উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম এবং WHO-এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি ডা. আহমেদ জামশেদ মোহাম্মদ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

এই সমঝোতার আওতায় প্রধান বিষয়সমূহ

World Health Organization (WHO) বিএমইউ-তে একটি মাল্টিমোডাল আইপিসি কৌশল বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও তদারকি প্রদান করবে। বিএমইউ-কে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে একটি মডেল প্রতিষ্ঠান (Centre of Excellence) হিসেবে গড়ে তোলা হবে। স্বাস্থ্যসেবা-সম্পর্কিত সংক্রমণ হ্রাস করে রোগী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি হাত ধোয়া, পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল স্টুয়ার্ডশিপ কার্যক্রম আরও জোরদার ও শক্তিশালী করা হবে।

৯.৪ Kunming Medical University, China এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

চীনের কুনমিং মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি ও ইউনান প্রদেশের চিকিৎসা শিক্ষা ও উন্নত প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা বিএমইউতে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে ২০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে Kunming Medical University, China-এর সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।

৯.৫ এআই প্রযুক্তির ব্যবহারসহ যৌথ গবেষণা এগিয়ে নিতে BMU ও NSU-এর মধ্যে MoU

এআই প্রযুক্তির ব্যবহারসহ যৌথ গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নিতে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (এনএসইউ)-এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে ১০ নভেম্বর ২০২৫ইং। উন্নত প্রযুক্তি ও এআই ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসাসেবা ও গবেষণায় অবদান রাখবে এই উদ্যোগ। এই সমঝোতার মাধ্যমে: রোগ নির্ণয়ে নির্ভুলতা বৃদ্ধি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বিনিময়, এআই মডেল তৈরি ও বাস্তবায়নে একাডেমিক ও প্রযুক্তিগত সহায়ত, ক্যান্সারসহ বিভিন্ন রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় উদ্ভাবনী প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে।

৯.৬ "স্মার্ট হাসপাতাল পাইলট উদ্যোগ" বাস্তবায়নে BMU ও ICESCO Collaboration

দেশের স্বাস্থ্যখাতে যুগান্তকারী পরিবর্তনের লক্ষ্যে "স্মার্ট হাসপাতাল পাইলট উদ্যোগ" বাস্তবায়নে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (BMU) এবং Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organization (ICESCO)-এর যৌথ উদ্যোগে ৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে একটি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতামূলক সভা (Collaboration Meeting between BMU and ICESCO) অনুষ্ঠিত হয়।

৯.৭ BMU এবং British Council-এর মধ্যে সমঝোতা

ইংরেজি ভাষায় প্রেজেন্টেশন স্কিল, ইন্টারপারসোনাল কমিউনিকেশন স্কিল এবং কার্যকর পাবলিক স্পিকিং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৯.৮ BMU ও Royal College of Physicians সহযোগিতা

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) এবং Royal College of Physicians (RCP)-এর উদ্যোগে MRCP (PACES) পরীক্ষা সংক্রান্ত কোলাবোরেশন হয়েছে। আন্তর্জাতিক একাডেমিক সহযোগিতা জোরদার করা এবং বাংলাদেশের স্নাতকোত্তর মেডিক্যাল শিক্ষাকে আরও সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই সহযোগিতার মাধ্যমে (১০ নভেম্বর ২০২৫) দেশের চিকিৎসকদের নিজ দেশে থেকেই MRCP পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হবে, বিদেশ যাত্রাজনিত জটিলতা হ্রাস পাবে, আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়নের সুযোগ বাড়বে।

৯.৯ BMU ও a2i-এর মধ্যে চুক্তি

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) চিকিৎসাসেবার বিল ও ফি অনলাইন বা ক্যাশলেস করার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের a2i প্রোগ্রামের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে আয়োজিত এই চুক্তির মাধ্যমে জাতীয় পেমেন্ট গেটওয়ে 'একপে' (ekpay) ব্যবহার করে সহজে ফি পরিশোধের ব্যবস্থা চালু করা হয়।

৯.১০ BMU ও COMSATS University Islamabad, Pakistan-এর মধ্যে চুক্তি

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) ও পাকিস্তানের COMSATS University Islamabad (CUI)-এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক নিয়ে আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে।

প্রধান বিষয়সমূহ

গবেষণা ও অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে যৌথ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং একাডেমিক অংশীদারিত্ব জোরদার করা হবে। COMSATS University Islamabad বিএমইউ'র শিক্ষকদের জন্য প্রতি বছর ১০টি করে স্নাতকোত্তর (Postgraduate) স্কলারশিপ প্রস্তাব করেছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া দক্ষিণ এশীয় উচ্চশিক্ষা সম্মেলন (SARCHE 2026)-এর পাশ্ববর্তী বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা ও সমঝোতার প্রাথমিক ধাপ সম্পন্ন হয়েছে।

৯.১১ বাংলাদেশ - জাপান যৌথ গবেষণার উদ্যোগ

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও জাপানের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ গবেষণার (এমওইউ) স্বাক্ষরীত হয়। ২রা ফেরুয়ারী

৯.১২ Faculty of Dentistry, BMU এবং Faculty of Dentistry International Islamic University Malaysia (IIUM) মধ্যে (MoU) স্বাক্ষর

Faculty of Dentistry, BMU and Faculty of Dentistry International Islamic University Malaysia (IIUM), Faculty visit, Exchange program meeting and MoU স্বাক্ষরীত হয়েছে।